সংবাদ পরিষেবা

ফেব্রুয়ারি - ২০১৭

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

এগিয়ে বাংলা

২২/৬০

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম প্রতিবছর ইনক্লুসিভ **ডেভেলপমেন্ট** ইনডেক্স নামে একটি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির তালিকা তৈরি করে। এই তালিকা তৈরি হয় বিভিন্ন দেশের সমস্ত নাগরিকদের সার্বিক উন্নয়নের মাপকাঠির ওপর ভিত্তি করে। ৭১টি বিকাশশীল দেশ নিয়ে তৈরি এই তালিকায় ভারতের স্থান বর্তমানে ৬০তম। চিন, পাকিস্তান, বাংলাদেশের অনেক পরে আমাদের স্থান। এই তালিকায় বাংলাদেশের স্থান ৩৬। তালিকাটির প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লিথুয়ানিয়া এবং আজারবাইজান। যতই নয়া উদারবাদী অর্থনীতির গুণ গাওয়া হোক না কেন, এই তালিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে।

বৈষম্যের অর্থনীতি

২২/৬১

রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বলেছেন,বিশ্বব্যাপী ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বেড়েছে। সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব **অ্যান্টোনি**ও গুতেরেস তাঁর ভাষণে এই হুঁশিয়ারী দেন। এই বার্ষিক সভায় বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং শিল্পসম্পর্কীত বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে মিলিত হন।

বিশ্বের প্রধান প্রধান প্রবণতাগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মাইগ্রেশন বা নিজের বাসস্থান থেকে কাজের সন্ধানে অন্যস্থানে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জলের অভাব এবং খাদ্যে নিরাপত্তাহীনতা এই বৈষম্যের কারণ। আর এসবই উত্তেজনার **জন্ম** দিচ্ছে এবং আরো বেশি সংখ্যায় মানুষ বাস্তুচ্যুত হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশ্বায়নের কারণে প্রত্যেকেই এখন জানতে পারছেন অন্যান্য জায়গায় কী হচ্ছে। এটি জনগণের বড় অংশের মধ্যে হতাশার **জন্ম** দিচ্ছে। যার ফলে, সমাজ এবং শুধু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেই নয়, রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গেও নাগরিকদের দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

খাদ্য-জল বন্ধন

২২/৬২

ক্ষুধার অবসান, পুষ্টির উন্নয়ন এবং সবার জন্য পর্যাপ্ত জল সরবরাহ নিশ্চিত করার **কেন্দ্রে** রয়েছে সুস্থায়ী কৃষি ব্যবস্থা। জল সরবরাহের ঘাটতির মধ্যেও বিভিন্ন দেশ কীভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে তা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে এক আলোচনায় একথা বলা হয়। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, খাদ্য উৎপাদন এবং জলের ব্যবহারের মধ্যে যোগসূত্রের গুরুত্ব তুলে ধরে একে ‘জল-খাদ্য বন্ধন’ বলে অভিহিত করছে। সংস্থা মনে করে, সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (বা সাসটেনেবল ডেভেলপ**মেন্ট** গোল) – এর **কেন্দ্রে** অবস্থান করছে খাদ্য এবং কৃষি। উন্নয়নের এইসব লক্ষ্য অর্জনে একটি সৃজনশীল কৌশল প্রয়োজন। এদের আরো বক্তব্য নগরায়ন, জ্বালানির চাহিদা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দীর্ঘস্থায়ী খরার জন্য জলের সংকট তীব্রতর হবে।

পরাগ মিলনে ড্রোন

২২/৬৩

বোঝো ঠেলা। মৌমাছি এবং অন্যান্য পরাগসংযোগী প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত কমছে। ফলে বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন কমছে। একটি হিসেবে দেখা যাচ্ছে, পরাগসংযোগ না হওয়ার কারণে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্ষতি হচ্ছে বছরে ৩৮৬ লক্ষ কোটি টাকা। এই তথ্য অমূলক নয়। পরাগসংযোগী পোকা এবং প্রাণী কমে যাওয়ায়, বাংলার চাষিরা সন্ধ্যের পরে অথবা ভোর রাতে নিজেরাই ফুল হাতে ফসলের পরাগ মিলন করাচ্ছে। চাষের জমি এবং পরিবেশে মূলত চাষ ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক মিশছে। আর এই রাসায়নিকের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হচ্ছে এবং মারা পড়ছে প্রাণ বৈচিত্র্য। আর একথা কে না জানে, কৃষিতে প্রাণীদের অংশগ্রহণ কতটা জরুরি। কিন্তু তথাকথিত উন্নত চাষের ফলে আমরা হারিয়ে ফেলছি প্রাণ বৈচিত্র্য। তাহলে উপায়! বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন পরাগসংযোগী ড্রোন। এটা চলবে রিমোর্ট **কন্ট্রোলের** মাধ্যমে। এতে থাকবে এক ধরনের আঠালো লেই জাতীয় পদার্থ। ড্রোনগুলি এক ফুল থেকে পরাগরেণু নিয়ে অন্য ফুলে সংযোগ করবে। খাসা পরিকল্পনা। এবার আমাদের দেশের ছোটো প্রান্তিক চাষিরা ড্রোন চালিয়ে ফসলের পরাগমিলন ঘটাবে। তবে একটু **দ্বিধাদ্বন্দ্ব** আছে। প্রকৃতির এই ক্ষতি কী আদৌ সামলাতে পারবে ড্রোন। বিজ্ঞানীমহলই এখন এনিয়ে নিশ্চিত নয়।

খাদ্যের অপচয়

২২/৬৪

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অনাহার হল স্বাস্থ্য সমস্যার মূল কারণ। আর সেজন্যই খাদ্যের অপচয় কমাতে সারা পৃথিবী জুড়ে উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের এই সংস্থাটি। এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে খাদ্য নষ্টের পরিমাণ ৫০ শতাংশ কমানোর অঙ্গীকার করেছে। এ কাজে সফল হতে পারলে বছরে বাঁচানো যাবে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ টন খাবার। এক হিসেবে দেখা গেছে, শুধু ব্রিটেনে প্রতি বছর খাদ্য নষ্ট হয় ৭০ লক্ষ টন। এর মধ্যে অর্ধেক খাবার খাদ্যযোগ্য অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়। ভারতের উচ্চ এবং মধ্যবিত্তরাও প্রচুর খাদ্য অপচয় করে।

চৈতন্য আবিষ্কার

২২/৬৫

চৈতন্য করমচেড়ু ভারতীয় বংশোদ্ভুত পড়ুয়া। থাকে আমেরিকার ওরেগনে। তার হাইস্কুল ল্যাবরেটরির গবেষণার বিষয় সারা পৃথিবীর নজর কেড়েছে। সে দেখিয়েছে সমুদ্রজলের মাত্র ১০ শতাংশে জল ও নুনের অণুর বন্ধন থাকে। বাকি ৯০ শতাংশই মুক্ত। ফলে এই জলকে, ভালো শোষণ ক্ষমতা রয়েছে এমন পলিমারের সাহায্যে, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পানীয় জলে পরিণত করা সম্ভব। সমুদ্রজল থেকে নুন সরানোর পদ্ধতিটি এমন কিছু জটিল নয়। বিজ্ঞানীরা নোনা জল থেকে নুন অপসারণের পদ্ধতি নিয়ে বহুদিন ধরে গবেষণা করছে। কিন্তু সহজ এবং সস্তা কোনো পদ্ধতি বের করতে পারেনি। চৈতন্যের এই গবেষণা এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে বিজ্ঞানীদের সামনে। তার এই গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ বেশ কয়েকটি পুরস্কারও সে পেয়েছে। এই গবেষণার চূড়ান্ত সাফল্যের জন্যও তাকে অর্থ সাহায্যও করা হয়েছে।

ফ্যাকাশে স্বাস্থ্য

২২/৬৬

ভারতের ৫৯ শতাংশ মহিলারাই রক্তাল্পতার শিকার। পূর্ব ভারতে এই হার ৭২.১২ শতাংশ যা দেশের অন্যান্য অংশের থেকে অনেক বেশি। সারা বিশ্বের শতকরা ৩০ ভাগ মানুষ অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতায় ভুগে থাকেন। রক্তাল্পতা মূলত শরীরে লোহার অভাবে হয়। লোহা রক্তের হিমোগ্লোবিনের একটি প্রধান উপাদান। সাধারণত একজন পুরুষের শরীরে ১৪-১৮ মিলিগ্রাম এবং একজন নারীর শরীরে ১২-১৬ মিলিগ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকা উচিত। মাথাঘোরা, দূর্বলতা, ক্লান্তি, খাবারে অরুচি, শ্বাস কষ্ট, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি ইত্যাদি হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়ার লক্ষণ। ওষুধের পাশাপাশি আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা কিছু খাবার রক্তাল্পতা দূর করতে সাহায্য করে। এগুলি হল - পালংশাক, বিট, গাজর, ডালিম বা বেদানা, খেজুর, তিল, আপেল, পাকা কলা ইত্যাদি।

শব্দ দূষণে মায়ের ক্ষতি

২২/৬৭

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যস্ত রাস্তার আশেপাশে যে প্রসূতি মায়েরা বসবাস করেন, গর্ভাবস্থায় তাদের গুরুতর ঝুঁকি তৈরি হয় শব্দ দূষণের জন্য। রাস্তার যানবাহনের শব্দ মাথাব্যথা এবং শরীরের বিভিন্ন ধরনের প্রদাহ বা ব্যথা সৃষ্টি করে থাকে যা রক্তচাপ বাড়ায়। চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিখ্যাত ল্যানসেট পত্রিকায় প্রকাশিত এই গবেষণায় রিপোর্টে বলা হয়েছে, যারা রাস্তার পাশে বাস করে তাদের যানবাহনের ধোঁয়া থেকে হৃদরোগ এবং হাঁপানির ঝুঁকিও বেড়ে যায়। শব্দ দূষণের কারণে তারা বেশ অস্থিরমতিও হয়ে

পড়ে। শব্দ দূষণ নিয়ে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছর শুধু ব্রিটেনে শতকরা ৫ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ২৫ হাজার লোক মারা যায় এই দূষণের ফলে। এছাড়া শতকরা ৬ ভাগ গর্ভবতীদের গর্ভপাত কিংবা মায়েদের অকালমৃত্যুও হয়ে থাকে। ভারতে এনিয়ে তেমন কোনো সমীক্ষা এ যাবৎ হয়নি। তবে ব্রিটেনের তুলনায় ভারতের শহরগুলিতে শব্দদূষণ লাগামছাড়া। ফলে সাধারণ মানুষ এবং প্রসূতি মায়েদের শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি।

বুদ্ধির খাদ্য

২২/৬৮

জানেন কী শিশুর খাদ্য তার বুদ্ধিমত্তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে? শিশুকে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ালে শুধু তার স্বাস্থ্যের উপরই প্রভাব পড়ে না, তার মস্তিস্কের বিকাশেও প্রভাব ফেলে। এখন শিশুরা নানা ধরনের ফাস্ট বা জাংক ফুড খায়। এইসব খাবারে পুষ্টি উপাদানের চেয়ে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি থাকে। ভালো খাদ্যাভ্যাস থেকেই ভালো পুষ্টি পাওয়া যায়। এটি মস্তিস্কে জ্বালানি সরবরাহ করে এবং সারাদিন সক্রিয় থাকতে সাহায্য করে। সঠিক পুষ্টি মস্তিস্কের কোষ, স্নায়ু এবং টিস্যুর বৃদ্ধির মাধ্যমে শিশুর মনোযোগ, স্মৃতিশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তার বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। দুধ এবং দুধ থেকে তৈরি খাবার, বিভিন্ন বাদাম, মধু, সবুজ শাক-সবজি, সামুদ্রিক মাছ, ডাল, কলা, আতা ইত্যাদি শিশুর বুদ্ধিমত্তা বিকাশের উপযুক্ত খাবার। ক্যান্ডি, চকলেট, মিষ্টি, ঝাঁঝালো পানীয়, প্যাকেটজাত জুস শিশুর স্মৃতিশক্তি কমা, অলসতা এবং অস্বস্তিবোধ হওয়ার কারণ। পুষ্টিবিদ ধভানি শাহের বই '**ডোন্ট** জাস্ট ফিড... নারিশ ইয়োর চাইল্ড' থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।

নিস্ক্রিয় শৈশব

২২/৬৯

বিশ্ব ব্যাপী প্রতি পাঁচটি স্কুলগামী শিশুর চারজনই যথেষ্ট সক্রিয় নয়, যার ফলে তাদের হৃদরোগ, ডায়াবেটিস অথবা ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লুএইচও'র চলতি অ্যাকশন প্ল্যান ফর দ্য প্রিভেনশন অব এনসিডিজ-এর উপসংহারে একথা বলা হয়েছে। এনসিডি হচ্ছে নন-কমিউনেকেবল ডিজিজ অর্থাৎ অ-সংক্রামক রোগ। এই পরিকল্পনায় ২০২৫ সালের মধ্যে বাচ্চাদের শারীরিক কসরৎ অন্তত দশ শতাংশ বাড়ানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, অনেক দেশের বাচ্চারা ক্রমশই কম সক্রিয় হচ্ছে। এজন্য সংস্থা শিশুদের শরীর চর্চার উপর গুরুত্ব দিতে বলছে। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, অ-সংক্রামক রোগের কারণে প্রায় তিন কোটি ষাট লাখ লোকের মৃত্যু হচ্ছে, যার মধ্যে এক কোটি চল্লিশ লাখই হচ্ছে অকালমৃত্যু।

ঝুঁকির শহর

২২/৭০

জলাভূমির পরিমাণ কমে গেলে শহরও বাঁচবে না। সুস্থ থাকবেন না শহরবাসী। টিকে থাকবে না জীব বৈচিত্র্য। জল জমা, দূষণসহ সব ধরনের দুর্যোগেও শহরজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। তাই দুর্যোগ এবং ঝুঁকি কমাতে জলাভূমির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শহরের তাপমাত্রা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখে তার আশেপাশে জলাভূমি। শহরবাসীরা নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছে যে সেখানে গরম বাড়ছে। কারণ বিভিন্ন শহরের আশেপাশে অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে সবুজ এবং জলাভূমির পরিমাণ।

মানব সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক জলাভূমি থেকে। জলাভূমিতে রয়েছে বিশাল প্রাণবৈচিত্র্য, জলজসম্পদ ও পাখিসহ অনেক প্রাণের বাস। সফল কৃষি শিল্পসহ মানবজাতির বেঁচে থাকার সব প্রক্রিয়ার সহায়ক উপাদান এই জলাভূমি। জলাভূমি হচ্ছে ছোটো, বড় সবরকম জীবের বাসস্থান। কিন্তু মানুষের লোভে শহুরে জলাশয়-খাল ভরাট করে সেখানে তৈরি হচ্ছে অসংখ্য অট্টালিকা। আর এজন্যই শহরের ছোটখাটো ডোবা থেকে বড় জলাভূমি আজ বিপন্ন। ফলে ক্রমশ ঝুঁকির পরিমাণ বাড়ছে এবং বিপন্ন হচ্ছে শহরবাসী।

বনভবন

২২/৭১

একে বলা হচ্ছে 'লম্বা বন'। আকাশছোঁয়া ভবনের পুরোটাই যেন এক বাগান। দূর থেকে বনের মতোই লাগে। চিনের নানজিংয়ে এমন ভবন বানানো হচ্ছে। এই আকাশচুম্বী বন থেকে প্রতিদিন অক্সিজেন উৎপাদিত হয় ১৩২ পাউন্ড। এই ভবনগুলিকে বলা হচ্ছে 'নানজিং টাওয়ার্স'। ২০১৮ সালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে। এই 'ভার্টিক্যাল ফরেস্ট' বা লম্বা বনের নকশা করেছেন ইতালির স্থাপত্যবিদ স্টেফানো বোয়েরি। এমন দুটো টাওয়ারের উচ্চতা ৬৫৬ ফুট ও ৩৫৪ ফুট। ২৩টি ভিন্ন স্থানীয় প্রজাতির ২৫০০ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদকে বাছাই করা হয়েছে এই ভবন দুটিতে রোপণের জন্য। স্থানীয় জৈব বৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই পরিকল্পনা। ক্রমশ দূষিত হয়ে ওঠা এই পৃথিবীকে আরো বাসযোগ্য করতে এসব বন কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

তামাক নিধন

তামাকের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বছরে আশি লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে হুঁশিয়ারী দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তামাকের অর্থনীতি এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে এক প্রতিবেদনে সংস্থা বলছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মানুষেরাই এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে। বিকাশশীল দেশের সরকারগুলি বহু বছর ধরে তামাকের করবৃদ্ধি, তামাকজাত দ্রব্যের দাম বাড়ানোসহ তামাক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কর্মসূচি নেন। এই রিপোর্ট প্রমাণ করছে যে, সে সবে কোনো কাজ হয়নি। বর্তমান তামাকজনিত কারণে বিশ্বে বছরে ষাট লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটছে এবং এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ঘটে চলেছে বিকাশশীল দেশে।

আপনি কি কৃষিকাজ করেন !

।। দেশীয় বীজ ভাণ্ডারের যোগাযোগ কেন্দ্র ।।

ইন্দ্রপ্রস্থ সৃজন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
গ্রাম - ইন্দ্রপ্রস্থ, পো:-বিশ্বনাথপুর, থানা - পাথরপ্রতিমা,
জেলা - দ:২৪ পরগনা, পিন - ৭৮৩৩৪৯,
ফোন নং - ৯৪৩২০১৩১৫৩ (অনিমেষ বেরা)

সংহতি বীজ ভাণ্ডার
পো - বাঙ্গালপুর, বাগনান,
জেলা - হাওড়া - ৭১১৩০৩
ফোন : ৯৮৩৬০২৫৫৮৩/৯৪৩২০১৩১৪০

হিঙ্গলগঞ্জ কৃষি প্রশিক্ষণ পরিষেবা কেন্দ্র
জেলা - ২৪ পরগনা (উ.), ব্লক - হিঙ্গলগঞ্জ

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু